গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত কনভেনশন এর সারসংক্ষেপ

বিগত ২০১১ সালের ১ জুন জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১০০তম অধিবেশনে কর্মক্ষেত্রের মৌলিক অধিকার ও মৌলিক নীতি সংক্রান্ত আইএলও ঘোষণা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায্য বিশ্বায়ন সংক্রান্ত আইএলও ঘোষণার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শোভন কাজকে উন্নীত করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অঙ্গীকার বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে গৃহশ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণসহ নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মজুরির বিনিময়ে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের দেখাশোনার ব্যাপক সুযোগ।

দেশের ভেতরে ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে আয় হস্তান্তর, এবং গৃহশ্রম এখনো যা মূল্যায়িত হচ্ছেনা বা দৃশ্যমান নয়, এবং যেখানে প্রধানতঃ নারী ও কিশোরীরাই সম্পৃক্ত, যাদের অনেকেই অভিবাসী বা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য। যারা সুনির্দিষ্টভাবে চাকুরি ও কাজের পরিবেশে চরম বৈষম্যের শিকার অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার- এগুলো বিবেচনায় রেখে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে যেখানে ইতিহাসগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, যেখানে গৃহশ্রমিকেরা জাতীয় শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

শ্রমশক্তির সবচেয়ে প্রান্তিক গোষ্ঠী- এগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং অন্য কোনভাবে কিছু বলা না থাকলে, গৃহশ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশন এবং সুপারিশসমূহ মনে রেখে অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত দি মাইগ্রেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট কনভেনশন (সংশোধিত), ১৯৪৯ (নং ৯৭), দি মাইগ্রেন্টস ওয়ার্কার্স (সংযোজিত শর্তাবলী) কনভেনশন, ১৯৭৫ (নং ১৪৩), পরিবারের দায়িত্বসহ শ্রমিক সংক্রান্ত দি ওয়ার্কার্স উইদ ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটিস কনভেনশন, ১৯৮১ (নং ১৫৬), বেসরকারি চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত দি প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিজ কনভেনশন, ১৯৯৭ (নং ১৮১), চাকুরি সম্পর্ক সংক্রান্ত দি এমপ্লয়মেন্ট রিলেশনশিপ রিকমেন্ডেশন,

২০০৬ (নং ১৯৮), শ্রমিক অভিবাসন বিষয়ক বহুপাক্ষিক কাঠামো সংক্রান্ত দি আইএলও মাল্টিলেটারাল ফ্রেমওয়ার্ক অন লেবার মাইগ্রেশন। শ্রমিক অভিবাসনের অধিকারভিত্তিক কৌশলের জন্য বাধ্যবাধকতাবিহীন নীতি ও নির্দেশনা (২০০৬) এর সাথে সুনির্দিষ্টভাবে গৃহশ্রমিক সম্পর্কিত বিধানাবলী বিবেচনায় রেখে, বিশেষ বিধানাবলী যার আওতায় গৃহশ্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গৃহশ্রমিকেরা যেন তাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে এমন মানদন্ড যা সাধারণ মানদন্ডকে সহযোগিতা করে, এই বিশেষ বিধানাবলীকে বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল যেমন- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য নিরোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, বিশ্বব্যাপী সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ গৃহীত কনভেনশন এবং সুনির্দিষ্টভাবে নারী ও শিশুসহ সব ধরনের মানব পাচার প্রতিরোধ, বাধা ও শাস্তি সংক্রান্ত প্রটোকল এবং স্থল, জল ও আকাশ পথে অভিবাসী চোরাকারবারের বিরুদ্ধে গৃহীত উক্ত কনভেনশনের প্রটোকল, শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন, সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সুরক্ষায় গৃহীত আন্তর্জাতিক কনভেনশন।

অধিবেশনের চতুর্থ এজেন্ডা গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে উক্ত প্রস্তাবনাসমূহ একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন হিসেবে গ্রহণের স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ২০১১ সালের ১৬ জুন নিম্নোক্ত কনভেনশন যা গৃহশ্রমিক কনভেনশন হিসেবে পরিচিত হবে, তা গ্রহণ করা হলোঃ যা আইএলও কনভেনশন-১৮৯ হিসেবে স্বীকৃত হবে।

এই কনভেনশনে :

অনুচ্ছেদ ১

(ক) 'গৃহশ্রম' বলতে গৃহঅভ্যন্তরে বা এক বা একাধিক গৃহে সম্পাদিত কাজকে বুঝাবে;

(খ) 'গৃহশ্রমিক' বলতে চাকুরির সম্পর্কের ভিত্তিতে গৃহশ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বুঝাবে;

(গ) অনিয়মিত বা মাঝে মাঝে গৃহশ্রমে নিয়োজিত হয় বা গৃহশ্রমকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি এমন শ্রমিক গৃহশ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত হবেনা।

অনুচ্ছেদ ২

১। এই কনভেনশন সকল গৃহশ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২। এই কনভেনশন অনুসমর্থনকারী যে কোন সদস্য রাষ্ট্র, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা করে এবং যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন রয়েছে, তাদের সাথে আলোচনা করে, এর কনভেনশনের কিছু সুযোগ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদ দিতে পারবে:

(ক) শ্রমিকদের মধ্যে যারা অন্য কোনভাবে একই ধরনের সুরক্ষাপ্রাপ্ত হয়;

(খ) শ্রমিকদের মধ্যে কিছু অংশ যাদের বিশেষ কোন ধরনের সমস্যা দেখা যায়;

(গ) প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র যে পূর্বোক্ত প্যারায় বর্ণিত বিধানের সুবিধা নিবে, সেই সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২২ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী এই কনভেনশন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রথম প্রতিবেদনে শ্রমিকদের কোন অংশকে কি কারণে এই কনভেনশনের বহির্ভূত রেখেছে তা উল্লেখ করতে হবে, পরবর্তী প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিকের জন্য এই কনভেনশন বাস্তবায়ন করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩

১। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র এই কনভেনশনে বর্ণিত সকল গৃহশ্রমিকের মানবাধিকারের কার্যকর সুরক্ষা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র গৃহশ্রমিক সম্পর্কিত এই কনভেনশনে বর্ণিত

কর্মক্ষেত্রের মৌলিক নীতি ও অধিকারসমূহকে মেনে চলা, উন্নীত করা ও স্বীকৃতিদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যেমন-

(ক) সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষি অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতি;

(খ) সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক ও বাধ্যতামূলক শ্রম নির্মূল করা;

(গ) শিশু শ্রমকে কার্যকরভাবে নিরসন করা;

(ঘ) চাকুরি ও পেশার সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা।

৩। গৃহশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ গৃহশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠনের বিধান অনুযায়ী সংগঠন, ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যোগদান করার অধিকার সুরক্ষিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৪

১। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৭৩ (নং ১৩৮) অত্যন্ত খারাপ ধরনের শিশু শ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৯৯ (নং ১৮২) এর সাথে সঙ্গতি রেখে গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করবে এবং এই ন্যূনতম বয়স সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধানে বর্ণিত বয়সের চেয়ে কম হবেনা।

২। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যেন অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের গৃহশ্রমিক এবং ন্যূনতম বয়সের চেয়ে বেশি বয়সী গৃহশ্রমিকদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অথবা উচ্চ শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করা।

অনুচ্ছেদ ৫

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র গৃহশ্রমিকদের সকল প্রকার নিপীড়ন, হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৬

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র অন্যান্য সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় গৃহশ্রমিকেরাও যেন চাকুরির ন্যায়সঙ্গত শর্তাদি ও শোভন কর্মপরিবেশ ভোগ করতে পারে এবং যদি তাদেরকে নিয়োগকারীর গৃহে বসবাস করতে হয় তবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে শোভন কর্মপরিবেশে থাকতে পারে সে

ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৭

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা নেবে যাতে গৃহশ্রমিকেরা তাদের চাকুরির শর্তাবলী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং সহজভাবে জানতে ও বুঝতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা যৌথ চুক্তি অনুসারে তাদের জন্য লিখিত চুক্তি নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; লিখিত চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে:-

(ক) নিয়োগকারী ও শ্রমিকের নাম ও ঠিকানা ;

(খ) কর্মক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্রসমূহের ঠিকানা ;

(গ) কর্ম শুরুর সময় এবং যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি হয় সেক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ ;

(ঘ) কাজের ধরন ;

(ঙ) মজুরি, মজুরি হিসাবের প্রক্রিয়া ও পরিশোধের সময়কাল ;

(চ) সাধারণ কর্মঘন্টা;

(ছ) স্ববেতন বার্ষিক ছুটি এবং দৈনিক ও সাপ্তাহিক বিশ্রামের সময় ;

(জ) খাবার ও বাসস্থান সংক্রান্ত শর্তাবলী,যদি প্রযোজ্য হয় ;

(ঝ) শিক্ষানবিশী বা পরীক্ষা কাল যদি প্রযোজ্য হয় ;

(ঞ) বাড়ী ফেরার শর্তাবলী যদি প্রযোজ্য হয় ;

(ত) গৃহশ্রমিক বা নিয়োগকারী কর্তৃক প্রদেয় নোটিশের সময়সীমাসহ চাকুরি অবসান সংক্রান্ত শর্তাবলী।

অনুচ্ছেদ ৮

১। গৃহশ্রমের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিবাসী গৃহশ্রমিক নিয়োগের লিখিত চুক্তি প্রয়োজন হবে, এজন্য রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধান প্রয়োজন হবে, অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে চাকুরির শর্তাবলী যেদেশে শ্রমিক কাজ করবে সেখানে প্রযোজ্য হবে, গৃহশ্রমের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রমের পূর্বে এগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

২। যে সকল শ্রমিক দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি বা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক এলাকা কাঠামোর আওতায় চলাফেরার স্বাধীনতা ভোগ করে তাদের জন্য পূর্ববর্তী প্যারা প্রযোজ্য হবেনা।

৩। অভিবাসী গৃহশ্রমিকদের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই কনভেনশনের

বিধিবিধানের সার্থক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একে অপরকে সহযোগিতা করবে।

৪। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা চাকুরির মেয়াদ সমাপ্তি বা অবসানে গৃহশ্রমিকেরা যেন দেশে ফেরার অধিকার ভোগ করতে পারে, সেজন্য শর্তাবলী সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবে।

অনুচ্ছেদ ৯

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেন গৃহশ্রমিকেরা:

(ক) স্বাধীনভাবে তাদের নিয়োগকারী বা সম্ভাব্য নিয়োগকারীদের সাথে বাসা-বাড়ীতে থাকার বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হতে পারে;

(খ) যারা নিয়োগকারীদের বাসা-বাড়ীতে থাকে তারা দৈনিক বা সাপ্তাহিক বিশ্রাম বা বার্ষিক ছুটির সময় সেই বাসা-বাড়ীতে বা সেখানকার সদস্যদের সাথে থাকতে বাধ্য না হন;

(গ) তাদের ভ্রমণ ও পরিচিতি সংক্রান্ত দলিলাদি নিজেদের হেফাজতে রাখার অধিকারী হন।

অনুচ্ছেদ ১০

১। গৃহশ্রমের বিশেষ চরিত্রকে বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা যৌথ চুক্তি অনুসারে অন্যান্য শ্রমিকেরা সাধারণ কর্মঘন্টা, ওভারটাইম সুবিধা, দৈনিক ও সাপ্তাহিক বিশ্রাম ও সবেতন বার্ষিক ছুটি সংক্রান্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হন, গৃহশ্রমিকদেরও এসব ক্ষেত্রে সমান সুযোগদান নিশ্চিত করতে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। সাপ্তাহিক বিশ্রাম একটানা কমপক্ষে ২৪ ঘন্টার সমান হতে হবে।

৩। যে সময়সীমায় বাসা-বাড়ীতে নিয়োগকারীদের যে কোন নির্দেশ পালন বা সম্ভাব্য আদেশ পালনের জন্য গৃহশ্রমিকদের সদাপ্রস্তুত থাকতে হয়, সেই সময়সীমা রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা যৌথ চুক্তি অনুসারে কর্মঘন্টা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১১

যেখানে ন্যূনতম মজুরির বিধান রয়েছে সেখানে গৃহশ্রমিকেরা যেন ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তির সুবিধা ভোগ করে, এই মজুরি নির্ধারণে লিঙ্গভেদে কোন প্রকার বৈষম্য করা না হয় এটি নিশ্চিত করতে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১২

১। নিয়মিত বিরতিতে মাসে একবার সরাসরি নগদে গৃহশ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা যৌথ চুক্তিতে অন্য কোন শর্ত থাকলে শ্রমিকের সম্মতিতে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরি পরিশোধ করতে হবে, এক্ষেত্রে ব্যাংক চেক, পোস্টাল চেক, মানি অর্ডার বা অর্থ পরিশোধের অন্যান্য আইনগত উপায় অবলম্বন করতে হবে।

২। রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি বিধান, যৌথ চুক্তি বা সালিশ গৃহশ্রমিকের মজুরির কোন অংশ নগদ টাকা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে পরিশোধ করার বিধান করতে পারে; তবে তা অন্যান্য শ্রমিকের জন্য যেভাবে প্রযোজ্য তার চেয়ে কম সুবিধা দেয়া যাবেনা। শর্ত থাকে যে, এধরনের পরিশোধ বিষয়ে শ্রমিকের সম্মতি থাকতে হবে, শ্রমিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হবে এবং আর্থিক মূল্য তাদের কাছে স্বচ্ছ ও যুক্তিযুক্ত মনে হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৩

১। প্রত্যেক গৃহশ্রমিকের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি বিধান ও চর্চা অনুসারে গৃহশ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট অংশের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে।

২। মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে এবং যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগ কারীদের সংগঠন রয়েছে সেখানে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে পূর্ববর্তী প্যারায় বর্ণিত ব্যবস্থা ইতিবাচকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১৪

১। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধি বিধান অনুযায়ী এবং গৃহশ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট অংশের প্রয়োজনানুযায়ী, সাধারণত অন্যান্য শ্রমিক সামাজিক নিরাপত্তা ও মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার ক্ষেত্রে যে সুবিধা ভোগ করে গৃহশ্রমিকদের জন্যও একই ধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

২। মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা ক্রমে এবং যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন রয়েছে, সেখানে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে পূর্ববর্তী প্যারায় বর্ণিত ব্যবস্থা ইতিবাচকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১৫

১। অভিবাসী গৃহশ্রমিকসহ বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগকৃত গৃহশ্রমিকদের হয়রাণিমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র যা করবে:-

(ক) রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি বিধান ও চর্চা অনুযায়ী বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী নির্ধারণ করবে;

(খ) গৃহশ্রমিকদের জন্য বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের হয়রানি ও প্রতারণামূলক আচরণ বন্ধ করতে অভিযোগ তদন্তের পর্যাপ্ত কৌশল ও পদ্ধতি রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

(গ) এই কনভেশনের এখতিয়ারের মধ্যে এবং যেখানে প্রযোজ্য হয়, অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে, বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও প্রদত্ত গৃহশ্রমিকদের হয়রানি ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর মধ্যে থাকবে বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হয়রানি ও প্রতারণামূলক আচরণের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান প্রণয়নসহ গৃহশ্রমিকদের প্রতি বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং গৃহশ্রমিক যে বাড়ীতে কাজ করবে সে বাড়ীর দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে আইনকানুন প্রণয়ন করা;

(ঘ) যে ক্ষেত্রে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গৃহশ্রমিকদেরকে কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় সে ক্ষেত্রে হয়রানি ও প্রতারণামূলক আচরণ (নিয়োগ, কাজে দেয়া ও চাকুরির ক্ষেত্রে) বন্ধ করতে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি পাকাপাকিভাবে সম্পাদন করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখবে;-

(ঙ) গৃহশ্রমিকের পারিশ্রমিক থেকে বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন তাদের চার্জ বা পাওনা কর্তন করতে না পারে সেটি নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। এই অনুচ্ছেদের বিধান কার্যকর করতে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র মালিক ও শ্রমিকদের অধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে এবং যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন রয়েছে সেখানে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে পূর্ববর্তী প্যারায় বর্ণিত ব্যবস্থা ইতিবাচকভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১৬

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি বিধান ও চর্চা অনুযায়ী আদালত, ট্রাইব্যুনালের আশ্রয় গ্রহণ ও বিরোধ মীমাংসা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য শ্রমিক যে সুবিধা ভোগ করে, গৃহশ্রমিকেরা নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে যেন সেই সুবিধা ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ১৭

১। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষায় কার্যকর ও প্রবেশযোগ্য অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে এবং রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধি বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে অভিযোগ নিষ্পত্তির উপায় চালু করবে।

২। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধি বিধান অনুসারে গৃহশ্রমের বিশেষ ধরনকে বিবেচনায় রেখে শ্রম পরিদর্শন, প্রয়োগ ও শাস্তির প্রক্রিয়া উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৩। রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধি বিধানের সাথে যতটুকু সম্ভব সঙ্গতি রেখে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা অক্ষুন্ন রেখে গৃহশ্রমিকের কর্মক্ষেত্র বাসা-বাড়ীতে প্রবেশ সংক্রান্ত শর্তাবলী সুনির্দিষ্ট করবে।

অনুচ্ছেদ ১৮

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র আইন ও বিধি বিধান, যৌথ চুক্তি ও রাষ্ট্রীয় চর্চার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি বা গ্রহণ করা অথবা তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার উন্নয়ন, যেটি যুক্তিযুক্ত হয় মালিক ও শ্রমিকদের অধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই কনভেনশনের বিধানাবলী বাস্তবায়ন করবে।

অনুচ্ছেদ ১৯

এই কনভেনশন গৃহশ্রমিকদের জন্য অন্যান্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংক্রান্ত কনভেনশনের যেসব বিধিবিধান অধিক সহায়ক সেগুলোর উপর কোন প্রভাব ফেলবেনা।

অনুচ্ছেদ ২০

এই কনভেনশনের প্রাতিষ্ঠনিক অনুসমর্থন সংক্রান্ত কার্যাদির জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম কার্যালয়ের মহাপরিচালকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১

১। এই কনভেনশন শুধু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সেই সব সদস্য রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য হবে, যাদের অনুসমর্থন আন্তর্জাতিক শ্রম কার্যালয়ের মহপরিচালকের দপ্তরে স্বীকৃত হয়েছে।

২। এই কনভেনশন, মহাপরিচালকের দপ্তরে কমপক্ষে দুইটি সদস্য রাষ্ট্রের অনুসমর্থন করার বারো মাস পর কার্যকর হবে।

৩। অনুসমর্থন করার বারো মাস পর সদস্য রাষ্ট্রের উপর এই কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা জন্মাবে।

অনুচ্ছেদ ২২

১। কনভেনশন অনুসমর্থনকারী যেকোন সদস্য রাষ্ট্রকে এই কনভেনশন কার্যকর হবার দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর অনুসমর্থন প্রত্যাহারের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম কার্যালয়ের মহাপরিচালকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে; অনুসমর্থন প্রত্যাহার এক বছর পূর্বে এই অবসান কার্যকর হবেনা।

২। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র যে এই কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে এবং যে করেনি, পূর্ববর্তী প্যারায় বর্ণিত দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর প্রথম বছরে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত কনভেনশন প্রত্যাহার বা অবসানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে, পরবর্তী দশ বছরের জন্য পুনরায় এর বাধ্যবাধকতা জন্মাবে এবং পরবর্তীতে এই অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী প্রত্যেক নুতন দশ বছরের প্রথম বছরে এর অবসান করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ২৩

১। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক কনভেনশন অনুসমর্থন ও প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম কার্যালয়ের মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অবগত করবে।

২। দ্বিতীয়বার অনুসমর্থনের বিষয়ে শ্রম সংস্থার সদস্যদের অবগত করানোর সময় কখন এই কনভেনশন কার্যকর হবে সে বিষয়ে শ্রম সংস্থার মহাপরিচালক সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৪

জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ১০২ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মহাপরিচালক কনভেনশন অনুসমর্থন ও প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি জাতিসংঘের মহাসচিবের দপ্তরে যোগাযোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৫

যখন প্রয়োজন হবে আন্তর্জাতিক শ্রম কার্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ সংস্থার সম্মেলনে এই কনভেনশন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং এই কনভেনশনের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সংশোধন সংক্রান্ত এজেন্ডা সম্মেলনে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা যাচাই করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬

এই কনভেনশন সংশোধনপূর্বক সম্মেলনে নুতন কনভেনশন গৃহীত হলে নুতন কনভেনশনে কোন শর্ত আরোপ না করলে:

(ক) সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক নুতন সংশোধিত কনভেনশন অনুসমর্থনের ক্ষেত্রে এই কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২২ এ যা কিছুই থাকুক না কেন এই কনভেনশন অবসান হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং নুতন সংশোধিত কনভেনশনটি কার্যকর হবে।

(খ) নতুন সংশোধিত কনভেনশন কার্যকর হবার তারিখ থেকে এই কনভেনশন অনুসমর্থনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সুযোগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২। এই কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে কিন্তু নুতন সংশোধিত কনভেনশন অনুমোদন করেনি এমন সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য এই কনভেনশনের প্রকৃত রূপ ও বিষয়বস্তু অপরিবর্তিতভাবে বলবৎ থাকবে।

অনুচ্ছেদ ২৭

এই কনভেনশনের ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষ্য উভয়ই সমানভাবে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ নং ২০১

বিগত ২০১১ সালের ১ জুন জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১০০তম অধিবেশনে ১৬ জুন গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত কনভেনশন-১৮৯ এবং গৃহশ্রমিক সংক্রান্ত সুপারিশ-২০১ গৃহীত হয়।

১। এই সুপারিশের বিধানাবলীকে গৃহশ্রমিক সংক্রান্ত কনভেনশন ১৮৯ এর সংযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

২। গৃহশ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের করণীয়:-

(ক) গৃহশ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী বা পছন্দ অনুযায়ী শ্রমিক সংগঠনে যোগদান এবং গৃহশ্রমিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক কোন শ্রমিক সংগঠন, ফেডারেশন বা কনফেডারেশনে যোগদান করার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনগত বা প্রশাসনিক বাধা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করবে এবং তা দূর করবে;

(খ) সদস্যদের স্বার্থের কার্যকর উন্নয়নকল্পে শ্রমিক ও মালিকদের সংগঠন এবং গৃহশ্রমিক ও তাদের নিয়োগকারীদের সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; শর্ত থাকে যে, যেসব আইন দ্বারা এধরনের সংগঠনসমূহ সুরক্ষিত থাকে সেসব আইনের আওতায় সর্বদা সংগঠনের স্বাধীনতা ও স্বশাসনকে গুরুত্ব দিবে।

৩। চাকুরি ও পেশা বিষয়ক বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে:-

(ক) কর্মসংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যবস্থায় গৃহশ্রমিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার নীতি নিশ্চিত করবে এবং আইএলও'র বিধি-বিধান দ্বারা "শ্রমিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা" (১৯৯৭) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক তথ্য সুরক্ষার মানদন্ডসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধান নিশ্চিত করবে;

(খ) এই ধরনের পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন বৈষম্য প্রতিরোধ করবে;

(গ) কোন গৃহশ্রমিককে যেন এইচআইভি বা গর্ভসংক্রান্ত পরীক্ষা করাতে না হয় বা এইচআইভি বা গর্ভসংক্রান্ত অবস্থা প্রকাশ করতে না হয়, তা নিশ্চিত করবে।

৪। গৃহশ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ :

(ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও রোগ পরীক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় প্রেক্ষিতে গৃহ মালিকের সদস্য গৃহশ্রমিকদের নিকট জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করবে;

(খ) সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গৃহ মালিক সদস্য ও গৃহশ্রমিকদের নিকট স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা, সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চা সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য করবে;

(গ) কর্মসংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ভালো চর্চাসমূহ যা গৃহশ্রমের বিশেষ ধরনকে বিবেচনায় রেখে যথার্থভাবে গৃহীত, সেসব তথ্য প্রদান করবে।

৫। (১) অত্যন্ত খারাপ ধরনের শিশুশ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৯৯ (নং ১৮২) এবং সুপারিশ (নং ১৯০) এর বিধানাবলী বিবেচনায় নিয়ে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শ্রমের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি অনুসারে শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর গৃহশ্রমের ধরন চিহ্নিত করবে এবং এ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও দূর করবে।

(২) গৃহশ্রমিকদের কাজ ও জীবনযাত্রার অবস্থা সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের সময় সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের এবং রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধানে বর্ণিত চাকুরির ন্যূনতম বয়সের অধিক বয়সীদের প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিসহ:-

(ক) বিশ্রামের পর্যাপ্ত সময়, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিনোদনমূলক কর্মকান্ড ও পরিবারের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত করতে তাদের কর্মঘন্টা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে;

(খ) রাত্রিকালীন কাজ নিষিদ্ধ করবে;

(গ) শারীরিক বা মানসিক যেকোনভাবে অধিক শ্রমসাধ্য কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে;

(ঘ) তাদের কর্ম ও জীবনযাপনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের কৌশল প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করবে।

৬। (১) গৃহশ্রমিকেরা যেন তাদের চাকুরির শর্তাবলী বুঝতে পারে এজন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যথাযোগ্য সহায়তা প্রদান করবে।

(২) কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৭ এ বর্ণিত চাকুরির শর্তাবলীর সাথে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে:

(ক) কাজের একটি বর্ণনাপত্র;

(খ) অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং যদি প্রয়োজন হয় অন্যান্য যেকোন ব্যক্তিগত ছুটি;

(গ) মজুরি বা অধিক কাজ ও কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১০(৩) অনুযায়ী সদাপ্রস্তুতির জন্য ক্ষতিপূরণের হার;

(ঘ) গৃহশ্রমিকদের প্রাপ্য অন্যান্য পাওনা;

(ঙ) বস্তুগত যেকোন পাওনা ও সেগুলোর আর্থিক মূল্য;

(চ) বসবাসের জন্য প্রদত্ত সুযোগের বিস্তারিত বর্ণনা;

(ছ) শ্রমিকের পারিশ্রমিক থেকে যেকোন অনুমোদিত কর্তন।

৭। গৃহশ্রমিকদেরকে বিকৃত আচরণ, হয়রানি ও সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিম্নোক্ত কৌশল প্রতিষ্ঠা করবে, যেমন:

(ক) বিকৃত আচরণ, হয়রানি ও সহিংসতা বিষয়ক অভিযোগ দাখিলের উদ্দেশ্যে গৃহশ্রমিকদের জন্য সহজে অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি চালু করা;

(খ) বিকৃত আচরণ, হয়রানি ও সহিংসতা বিষয়ক সকল অভিযোগ, যেটি প্রযোজ্য হয়, তদন্ত ও বিচারের নিশ্চয়তা বিধান করা;

(গ) বিকৃত আচরণ, হয়রানি ও সহিংসতার শিকার গৃহশ্রমিকদের সাময়িক বাসস্থান ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থাসহ বাসা-বাড়ী থেকে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কর্মসূচি চালু করা।

৮। (১) অধিক কাজ ও কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১০(৩) অনুযায়ী সদাপ্রস্তুতির সময়সীমাসহ কর্মঘন্টা সঠিকভাবে রেকর্ডভুক্ত থাকতে হবে এবং এই তথ্যাদিতে গৃহশ্রমিকদের সহজ প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।

(২) প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র মালিক ও শ্রমিকদের অধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন বিদ্যমান সেখানে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে এই ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত নির্দেশনা উন্নয়ন করবে।

৯। (১) যেখানে গৃহশ্রমিকেরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সময় কাটাতে পারেনা এবং নিয়োগকারীদের যেকোন নির্দেশ পালন বা সম্ভাব্য আদেশ পালনের জন্য গৃহশ্রমিকদের সদাপ্রস্তুত থাকতে হয়, সেই সময়সীমার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা যৌথ চুক্তি অনুসারে বিধিবিধান প্রণয়ন করবে:-

(ক) প্রতি সপ্তাহে, মাসে বা বৎসরে সর্বোচ্চ কত ঘন্টা এক জন গৃহশ্রমিককে মালিক পরিবারের আদেশ পালনের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই সময়সীমা কিভাবে নির্ণয় করা যাবে;

(খ) সদাপ্রস্তুত থাকার কারণে এক জন গৃহশ্রমিক তার সাধারণ বিশ্রামের যে সময় থেকে বঞ্চিত হয় সেজন্য ক্ষতিপূরণমূলক বিশ্রামের সময়সীমা;

(গ) সদাপ্রস্তুতের সময়সীমার জন্য পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণ।

(২) যেসকল গৃহশ্রমিককে সাধারণত: রাত্রে কাজ করতে হয় তাদের প্রয়োজন রাত্রিকালীন কাজের প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনায় রেখে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ উপ-অনুচ্ছেদ ৯(১) এর সমতুল্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্ম দিবসে খাবার ও বিরতির জন্য গৃহশ্রমিকদের উপযুক্ত বিশ্রামের সময় প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১। (১) সাপ্তাহিক বিশ্রাম একটানা কমপক্ষে ২৪ ঘন্টার সমান হতে হবে।

(২) রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা যৌথ চুক্তি অনুসারে এবং কাজের জরুরী প্রয়োজনে ও গৃহশ্রমিকের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে পক্ষসমূহের চুক্তিতে সাপ্তাহিক বিশ্রামের নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করতে হবে।

(৩) যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা যৌথ চুক্তি সাধারণত: শ্রমিকদেরকে সাত দিনের বেশি সময়ের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করে সেখানে গৃহশ্রমিকদের জন্য এই সময়সমীমা ১৪ দিনের বেশি হবেনা।

১২। গৃহশ্রমিকদের যদি দৈনিক বা সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিনে কাজ করতে হয় তবে কোন্ ভিত্তিতে তা করা হবে সেটি রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিবিধান বা যৌথ চুক্তি নির্ধারণ করবে এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণমূলক বিশ্রামের সময়সীমা নির্ধারণ করবে।

১৩। ছুটির দিনে বাসা-বাড়ীর সদস্যদের সাথে গৃহশ্রমিকদের সময় কাটাতে হলে এই সময় গৃহশ্রমিকদের সবেতন বার্ষিক ছুটির অংশ হিসেবে গণনা করা যাবেনা।

১৪। পারিশ্রমিকের কোন অংশ বস্তুগতভাবে পরিশোধের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যা করবে:-

(ক) পারিশ্রমিকের যে অংশ বস্তুগতভাবে পরিশোধ করা হবে তার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করবে, যেন তা গৃহশ্রমিক ও তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন থেকে অন্যায়ভাবে হ্রাস করা না হয়;

(খ) বস্তুগত পরিশোধের আর্থিক মূল্য হিসাব করবে, যেমন- বাজার মূল্য, ক্রয় মূল্য বা সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুসারে যেটি প্রযোজ্য হয়;

(গ) গৃহশ্রমিকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সুবিধা, যেমন- খাবার ও বাসস্থান-এর ক্ষেত্রে বস্তুগত পরিশোধে সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে;

(ঘ) যখন গৃহশ্রমিককে গৃহকর্তা প্রদত্ত বাসস্থানে বসবাস করতে হয় তখন এই বাসস্থান সুবিধার জন্য গৃহশ্রমিকের পারিশ্রমিক থেকে যেন কোন কর্তন না করা হয় তা নিশ্চিত করবে, যদিনা গৃহশ্রমিকের এতে সম্মতি থাকে;

(ঙ) গৃহশ্রমিকের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু, যেমন- পোশাক, হাতিয়ার বা সুরক্ষা উপকরণ, এবং এগুলোর ধৌতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত খরচ বস্তুগত পরিশোধ বলে বিবেচনা করা যাবেনা এবং গৃহশ্রমিকের পারিশ্রমিক থেকে যেন এগুলোর মূল্য কর্তন করা না হয় তা নিশ্চিত করবে।

১৫। (১) প্রতিবার পারিশ্রমিক গ্রহণের সময় গৃহশ্রমিকদের মোট প্রাপ্য পারিশ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ হিসাব সহজবোধ্য ভাষায় লিখিতভাবে প্রদান করতে হবে এবং যদি কোন কর্তন করা হয় তবে তার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ও কারণ উল্লেখ করতে হবে।

(২) চাকুরি অবসানের সময় যেকোন বকেয়া পাওনা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।

১৬। নিয়োগকর্তার আর্থিক অস্বচ্ছলতা বা মৃত্যুর কারণে শ্রমিকের দাবী আদায়ে অন্যান্য শ্রমিকেরা সাধারণত: যে সুবিধা ভোগ করে, গৃহশ্রমিকেরা যেন তার চেয়ে কম সুবিধা না পায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করবে।

১৭। যখন বাসস্থান ও খাবার সুবিধা প্রদান করা হয়, জাতীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে:

(ক) একটি পৃথক ব্যক্তিগত কক্ষ যা উপযুক্তভাবে সজ্জিত, পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করে এবং তালাবন্ধ করা যায়, যার চাবি গৃহশ্রমিককে প্রদান করতে হবে;

(খ) যৌথ বা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পয়-নিষ্কাশন সুবিধা;

(গ) পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং যেখানে প্রযোজ্য, বাসা-বাড়ীতে বিদ্যমান তাপ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা;

(ঘ) উন্নত মান ও পরিমাণের খাবার, গৃহশ্রমিকের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৮। গুরুতর অসদাচরণের কারণ ব্যতিত, নিয়োগকারী কর্তৃক চাকুরি অবসানের ক্ষেত্রে গৃহে বাস করা গৃহশ্রমিকদেরকে ন্যায়সঙ্গত সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে যেন এই সময়ে তারা চাকুরি ও বাসস্থান খুঁজে নেওয়ার সুযোগ পায়।

১৯। মালিক ও শ্রমিকদের অধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে এবং যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন বিদ্যমান সেখানে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রঃ যা করবে-

(ক) গৃহ অভ্যন্তরে গৃহশ্রমিকদের দুর্ঘটনা, রোগ, মৃত্যু প্রতিরোধ করা এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে কর্ম সংক্রান্ত ঝুঁকি ও বিপদ দূর করা বা কমিয়ে আনা, যেটি বাস্তবসম্মত হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) কনভেনশন ১৭ অনুযায়ী পরিদর্শন পর্যাপ্ত ও যথোপযুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করবে, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান লংঘনের জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে;

(গ) গৃহশ্রম সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা ও রোগের পরিসংখ্যান এবং অন্যান্য পরিসংখ্যান যা পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিপদ ও ঝুঁকি প্রতিরোধ করে, সেসব সংগ্রহ ও প্রকাশের প্রক্রিয়া চালু করবে;

(ঘ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, কর্ম পরিবেশে যোগ্যতা এবং সুরক্ষা উপকরণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করবে;

(ঙ) গৃহশ্রমের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উন্নয়ন ও নির্দেশনা বিতরণ করবে।

২০। (১) সদস্য রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধান অনুসারে সাধারণ পারিশ্রমিকে বিভিন্ন নিয়োগকারীর মাধ্যমে কাজে নিয়োজিত হয় এমন গৃহশ্রমিকের মজুরিসহ সামাজিক নিরাপত্তামূলক পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অভিবাসী গৃহশ্রমিকের জন্য সমানভাবে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা চালু, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সকল দেশে এটি ভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করতে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখবে।

(৩) সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর অংশগ্রহণ এবং গৃহশ্রমিকের প্রাপ্যসহ বস্তুগতভাবে পরিশোধকৃত মজুরির আর্থিক মূল্য উপযুক্তভাবে বিবেচনা করতে হবে।

২১। (১) গৃহশ্রমিক সুনির্দিষ্টভাবে অভিবাসী গৃহশ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিম্নোক্ত অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যেমনঃ-

(ক) যেসব গৃহশ্রমিকের সহায়তার প্রয়োজন হবে তাদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ভাষান্তরের সুবিধাসহ একটি হটলাইন টেলিফোন চালু করা;

(খ) কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৭ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভিবাসী গৃহশ্রমিকেরা যেখানে নিয়োগপ্রাপ্ত হবে সেখানকার বাসা-বাড়ী পরিদর্শন করা;

(গ) জরুরী বাসস্থান ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নেটওয়ার্ক তৈরী করা;

(ঘ) গৃহশ্রমিকের চাকুরি সংক্রান্ত ভালো চর্চাসমূহ চাকুরি ও গৃহশ্রমিক সংক্রান্ত অভিবাসী আইনের বিধানাবলী, প্রয়োগ ব্যবস্থা ও বিধান লংঘনের শাস্তি সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরার মাধ্যমে নিয়োগকারীদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং গৃহশ্রমিক ও তাদের নিয়োগকারীদের জন্য সহযোগিতামূলক সার্ভিস সহজলভ্য করবে;

(ঙ) অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়ায় গৃহশ্রমিকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে চলে গেলেও চাকুরিকালীন ও পরবর্তীতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে;

(চ) গৃহশ্রমিকদের বোধগম্য ভাষায় তাদের অধিকার, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান, চাকুরি ও অভিবাসী আইন সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া ও আইনগত প্রতিকার এবং সহিংসতা, মানব পাচার ও আটক করা বিষয়ক ফৌজদারী অপরাধের বিপরীতে আইনী সুরক্ষা এবং তাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য প্রদানের জন্য সাধারণ তথ্য কেন্দ্র চালু করবে।

(২) দেশ ত্যাগের পূর্বে শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে অবগত করানো, আইন সহায়তার জন্য তহবিল চালু, সামাজিক সেবা এবং বিশেষায়িত দূতাবাসের পরামর্শ সেবা এবং অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিবাসী গৃহশ্রমিক যেসব রাষ্ট্র থেকে আসে সেসব সদস্য রাষ্ট্র এই শ্রমিকদের অধিকার কার্যকরভাবে সুরক্ষা করবে।

২২। মালিক ও শ্রমিকদের অধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে এবং যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগ কারীদের সংগঠন বিদ্যমান সেখানে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে অভিবাসী গৃহশ্রমিকগণ যেন চাকুরি শেষে বিনা খরচে দেশে ফিরে আসতে পারে সেজন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৩। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৯৭ (নং ১৮১), এবং বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সুপারিশ, ১৯৯৭ (নং ১৮৮) এর নীতি ও কৌশল অনুযায়ী গৃহশ্রমিক বিশেষ করে অভিবাসী গৃহশ্রমিক সম্পর্কিত বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভালো চর্চাসমূহকে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সহায়তা দেবে।

২৪। গোপনীয়তা সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন ও চর্চা অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিধিবিধান প্রণয়নের সময় গৃহশ্রমিক যেখানে কাজ করে সেখানে বাসা-বাড়ীতে পরিদর্শনের জন্য কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে সে বিষয় বিবেচনায় রাখবে।

২৫। (১) মালিক ও শ্রমিকদের অধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে এবং যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগ কারীদের সংগঠন বিদ্যমান সেখানে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নীতিমালা ও কর্মসূচী গ্রহণ করবে:

(ক) যদি প্রযোজ্য হয়, শিক্ষা প্রশিক্ষণসহ গৃহশ্রমিকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে উৎসাহ দিবে যেন তাদের পেশাগত উন্নয়ন ও চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি পায়;

(খ) গৃহশ্রমিকদের কর্মজীবনের চাহিদাকে গুরুত্ব দিবে;

(গ) কাজের বিরোধপূর্ণ অবস্থা ও পরিবারের দায়দায়িত্বের প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে গৃহশ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করবে।

(২) মালিক ও শ্রমিকদের অধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে এবং যেখানে গৃহশ্রমিকদের ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন বিদ্যমান সেখানে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ গৃহশ্রম সংক্রান্ত নীতিমালা উন্নয়নে জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে যেন তারা উপযুক্ত সূচক ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে পারে।

২৬। (১) সদস্য রাষ্ট্রসমূহ গৃহশ্রমিক সংক্রান্ত কনভেনশন ২০১১ ও সুপারিশ-এর সফল বাস্তবায়নের জন্য একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

(২) গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ করে জবরদস্তি শ্রম ও মানব পাচার প্রতিরোধ, সামাজিক নিরাপত্তায় প্রবেশাধিকার, অন্য দেশে শ্রমিক নিয়োগকারী বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, গৃহশ্রম সংক্রান্ত ভালো চর্চা ও তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চুক্তি করবে।

(৩) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী ও বিশ্বব্যাপী শিক্ষাসহ এই কনভেনশনের শর্তাদি কার্যকর করতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

(৪) কুটনৈতিক ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখবে:

(ক) গৃহশ্রমিকদের অধিকার লংঘন প্রতিরোধে কুটনীতিকদের জন্য নীতি ও আচরণবিধি গ্রহণ করা;

(খ) গৃহশ্রমিকদের হয়রানি থেকে রক্ষা করতে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান করবে।